

## শিক্ষিত ছাগলদের সুরূপ ও বাংলা দেশের ভবিষ্যত।

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

ইংল্যান্ড

ইসলাম ধর্মই বাংলাদেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির মূল। আমার এ কথাটি শোনার পর বাংলাদেশের অশিক্ষিত কোন সাধারণ মুসলমান ধারালো ছুরি দিয়ে আমার গলাটা কেটে, আমার মা-বাবাকে সন্তান হারা, স্ত্রী-কে বিধবা, আমার অবোধ ছেলে-মেয়েদেরকে পিতৃহারা করতে তেড়ে আসবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ধর্ম-ভীরু শিক্ষিত লোক ইসলামের পক্ষ নিয়ে ছাগলের মত ভেঁ-ভেঁ করে উঠবে। চোখের সামনে বোমা মেরে, গ্রেনেড নিক্ষেপ করে, চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে, বেছে বেছে মুক্ত-বুদ্ধি চর্চার, ধর্ম-নিরপেক্ষবাদী, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী, মুক্তি-যোদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মানুষদেরকে হত্যার অব্যাহত প্রক্রিয়া লক্ষ্য করেও যে সকল শিক্ষিত লোক বুঝতে পারেনা বাংলাদেশে হচ্ছেটা কি, তাদেরকেই আমি **শিক্ষিত ছাগল** বলে অভিহিত করি। ছাগল যদি এক গাদা বই পিঠে বহন করে সর্বদা ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া আসা করে, সে কি আর বুঝবে ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছেটা কি? যে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করতে পারে, সেই আল্লাহ তাঁর নিজের ঘর মসজিদ নিজে বানাতে পারেনা, মানুষের দ্বারা বানায়। আবার সে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে তাঁর অব্যাহত মানুষদেরকে মানুষ দ্বারা খুন করায়। অর্থাৎ পৃথিবীতে একটি মানুষও খুন হয়না আল্লাহর অর্ডার ছাড়া। বড় আকারের খুন করতে হলে মাঝে-মাঝে আল্লাহ নিজেই খুনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যেমন সুনামীর ঘটনা। একসাথে দুইশো হাজার মানুষ খুন করে আল্লাহ সুনামীর ঢেউয়ের মাঝে তাঁর নামটি দাম্ভিকতার সাথে লিখে যান। সুনামীর ঢেউয়ে আল্লাহকে সাধারণ মানুষ দেখতে পায়নি, পেয়েছে তথা-কথিত শিক্ষিত ছাগলেরা। বাংলাদেশের ভয়াবহ বন্যায় ধুসে যাওয়া একটি মসজিদ মেরামত করতে চাঁদা তুলতে এলেন এক মর্ডার মুসলমান। মসজিদের ওপর আল্লাহর গোসার কারণ জিজ্ঞেস করায় বল্লেন- মানুষ বেনামাজী হয়ে গেছে তাই। এই মানুষটাই সেদিন গর্ব করে বল্লেন- প্রলয়ঙ্কারী সুনামীর ঢেউ থেকে আল্লাহ তাঁর ঘর মসজিদ কি ভাবে হেফাজত করলো দেখলেন? আমি বললাম এতে প্রমান হয়, তোমাদের আল্লাহ শুধু বোকাই নয় বড় পাগলও বটে। এতগুলো নামাজী মেরে মসজিদ খালি করার মানে কি?

এরা ধর্মগ্রন্থকে বিজ্ঞানের সাথে মেলাবার চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হয়, তখন বলে- ধর্ম বিজ্ঞান শেখাতে আসেনি, আমরা বিজ্ঞান পড়ি পরীক্ষায় পাশ করার জন্য। এরা রোগীকে প্রেসকিপশন দিয়ে বলে- প্রেসকিপশন একটা উচ্চিলা মাত্র, বিস্মিল্লাহ বলে খেয়ে নিও, আল্লাহ ক্ষমা করে দিতেও পারে। পরোক্ষ ভাবে ডাক্তার বলে দিলো- রোগ মানুষের পাপের প্রায়শচিত্ত। সে নিজে বিজ্ঞানের সকল সুফল ভোগ করে সাধারণ মানুষকে দেখায়, যাদু-টোনা, মন্ত্র-তন্ত্র, তাবিজ-কবজ, দোয়া-দরুদে সে বিশ্বাস করে। ধর্মহীন শিক্ষিতরাও বিশেষ করে কম্যুনিষ্টরা মাঝে মাঝে অতি মানবিক হয়ে ধর্ম সেবায় নিয়োজিত হয়। তাঁরা পুজিবাদ ধ্বংস করতে কার্ল-মার্কসের পক্ষে মুহাম্মদের (দঃ) সাহায্য কামনা করে। সাধারণ মানুষ তখন বিভ্রান্ত হয়। আদর্শগত ভাবে ইসলাম ও কম্যুনিজম একই বৃক্ষের দুই শাখা। উভয়েই সন্ত্রাস ও অশান্তির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অথচ সাধারণ মানুষ জানে মার্কসবাদ ধর্মবিরোধী মতবাদ। কোন বৈজ্ঞানিকের নতুন তথ্য-তত্ত্ব,

নতুন কোন আবিষ্কার যদি ধর্মবিরোধী হয়, সে বৈজ্ঞানিকের ওপর নির্যাতন, নিপীড়ন ধর্মের ওপর ফরজ হয়ে যায়। কোন সাহিত্যিক, দার্শনিকের নতুন মত-পথ যদি মার্কসবাদ বিরোধী হয় তাঁকে হত্যা করা কমুনিজমের কর্তব্য হয়ে যায়। ইতিহাসে তার সহস্র প্রমাণ আছে। সন্ত্রাসী কমুনিষ্টদের জঘন্য কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেও স্যুং কার্লমার্কস ও এঙ্গেলস এদের বিরুদ্ধে কলম ধরতে পারেন নি। ইসলামের বিখ্যাত দুর্ধষ সন্ত্রাসী খালেদ বিন্ অলিদ মোহাম্মদের দাঁত ভেঙ্গেও পরবর্তিতে শুধুমাত্র মোহাম্মদের মতবাদ গ্রহণ করার কারণে সাইফুল্লাহ্ (আল্লাহর তরবারী) উপাধী পান। রাষ্ট্র-ধর্ম কমুনিজম কিংবা রাষ্ট্র-ধর্ম ইসলাম দিয়ে জগতের কোন রাষ্ট্রেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

ধর্মভীরু ও ধর্মহীন শিক্ষিত ছাগলরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিটি অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে। তারা আছে স্কুলে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে, মসজিদে, মাদ্রাসায়, মক্তবে, সংসদে, আদালতে, সেনানিবাসে, জেলখানায় এমনকি বেশ্যালয়েও। সমাজতন্ত্র, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ এর কোনটাই ইসলাম সমর্থন করেনা। মুক্তিযোদ্ধের চার মূল মন্ত্র, ইসলামের চার ঘোর শত্রু। সুতরাং হয় ইসলামী চেতনা, না হয় মুক্তিযোদ্ধের চেতনা টিকে থাকবে, দু-য়ের সহাবস্থান সম্ভব নয়। বাংলাদেশের যে সকল **শিক্ষিত ছাগল** এ দু-য়ের সহাবস্থান কামনা করে তারাই পরোক্ষভাবে প্রেরণা দান করে নিরপরাধ মানুষ হত্যার। ইসলাম সাম্যবাদী ধর্ম নয়। মাগরিবের নামাজের আজান মাইক দিয়ে প্রচার করতে দিলেও একই সময়ে সাক্ষ্য-পূজায় শাখা-শঙ্খ বেজে উঠুক, উলুধ্বনি মাইকে প্রচারিত হউক, ইসলাম তা সহ্য করবেনা। সংঘাত অনিবার্য। রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা চর্চাই এই সংঘাত থেকে মুক্তির একমাত্র সমাধান। মুক্তিযোদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী আওয়ামী লীগের প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা চর্চায় উদাসীনতা অথবা ব্যর্থতাই তাদের মরণ ডেকে এনেছে। ধারাবাহিক ভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যা চলছে, বেছে বেছে মুক্তিযোদ্ধের চেতনা ও ধর্ম-নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী লোকদেরকে খুন করা হচ্ছে, অতচ ধর্মভীরু ও ধর্মহীন শিক্ষিত ছাগলরা বুঝতে পারেনা এর মাধ্যমে যে আল্লাহরই অর্ডার পালন করা হচ্ছে। এটা যে ইসলামী রাষ্ট্র কয়েম করার রিহার্সেল। এভাবেই ইসলামী রাষ্ট্র কয়েম করতে হয়। ইসলামী ইতিহাসে তার প্রচুর প্রমাণ আছে। পৃথিবীতে আল্লাহর আইন কয়েম করতে, ইসলামের হাতে সর্ব প্রথম সত্তরজন মানুষ খুন হয় আরব দেশে, মদীনা থেকে প্রায় ষাট মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, বদর প্রান্তে। এর আগে ইসলামের গায়ে ছোট্ট একটি মশা কামড় দিলে, ইসলাম মশাটির গালে মায়া-চুম্বন দিত। আহারে মশা, তোমার বুঝি কষ্ট হয়েছে? বদরের যুদ্ধের পর থেকে সিংহও ইসলামের দিকে চোখ তোলে তাঁকালে ইসলাম ঠাস করে থাপ্পড় বসিয়েছে সিংহের গালে।

অবাক হই শিক্ষিত লোকের যুক্তি দেখে। তারা বলেন ধর্ম হলো একটি সমাজোপকারী যন্ত্র। যে ছুরি শাক-শব্জি কাটতে ব্যবহার করা হয়, সেই ছুরি দুষ্ট লোকেরা মানুষ খুন করতে ব্যবহার করে। ছুরির কোনই দোষ নেই, দোষ ছুরি ব্যবহারকারীর। জবরদস্ত যুক্তি বটে। তারা এও বলেন, বাংলাদেশে নাকি নাইন্টিনাইন পার্সেন্ট মানুষ এ ছুরি ব্যবহার করতে জানেনা। তারপরেও প্রতিটি ঘরে ঘরে একখানা ছুরি কেন সযতনে রাখার প্রয়োজন হলো? তাদের আরেকটা যুক্তি হলো- নাইন্টিনাইন পার্সেন্ট সাধারণ মুসলমান রাজনৈতিক ইসলাম, সন্ত্রাসী ইসলাম সমর্থন করেনা। মাত্র এক পার্সেন্ট মানুষ ধর্মকে রাজনৈতিক সার্খে

ব্যবহার করে সারা জগত জুড়ে নাশকতামূলক কান্ড ঘাঠায়ে ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। তো নিরান্নববই পার্সেন্ট ভালমানুষ কি ঘাস খেয়ে খেয়ে ছাগল হয়ে গেছে? আসলেই ছাগল। দুপুর বেলা আওয়ামী লীগের সভায় ধর্ম-নিরপেক্ষতার ওপর বক্তৃতা দেয়, সন্ধ্যা বেলা সাঈদীর পেছনে খাড়া হয়ে বলে আল্লাহু আক্বার। জামাতে এশার নামাজ পড়ে আমীনীর সাথে, ফজরে নিজামীর মোনাজাতে মকবুলে শরীক হয়ে কেঁদে কেঁদে বুক ভাষায়। তারা হুমায়ুন আজাদের মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে লেজ কাটা বিড়ালের মত গোঙ্গায়- আজাদ স্যার বড় জ্ঞানী মানুষ ছিলেন, আল্লায় তাঁর বেহেস্ত নসীব করুক, কিন্তু ধর্ম সম্মক্ষে স্যার এসব না লিখলেও পারতেন।

বাংলাদেশের ধর্মভীরু শিক্ষিত ছাগলেরা নিজে ধর্ম-কর্ম না করলেও ধর্মকে রক্ষা করতে সর্বদা সচেষ্ট হয়। তারা বলে ইসলাম শান্তি, সাম্য, পরমত সহিষ্ণুতার ধর্ম। ভেজা বিড়ালের মত মিউ-মিউ করে কোরআনের বুলি আওড়ায়- **লাকুম দী-নুকুম ওয়ালিয়াদীন**। তোমার ধর্ম তোমার আমার ধর্ম আমার। এটা নাকি ধর্ম-নিরপেক্ষতার বাণী। আর **ইন্নাদীনা ইনদাল ইসলাম** একমাত্র ইসলামই সত্য ও গ্রহণযোগ্য ধর্ম। এটা কোন্ সাম্য ও নিরপেক্ষতার বাণী? আল্লাহর কাছে অসত্য, অগ্রহণযোগ্য ধর্ম, আদর্শ, মতবাদ ধংস করে আল্লাহর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। এই দায়িত্বই পালন করছে বাংলাদেশের মুসলমান বোমা মেরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, যাত্রানুষ্ঠানে, ভ্যালানটাইন-ডে উৎসবে, সিনেমা হলে, বৈশাখী মেলায়। সময়ের পরিবর্তনে তলোয়ার আর তীর বদলে বোমা আর গ্রেনেড হয়েছে। **সিরাতে রাসুল** ঠিকই আছে, এটাই নবীজীর রাস্তা, এটাই বদরের পথ। বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার প্রক্ৰিয়া মুহাম্মদের মক্কী জীবন অতিক্রম করে মদীনার জীবনে পদার্পন করেছে। সামনে বদর আর ওহুদ অপেক্ষা করেছে। তবে এদেশ যে কোন দিন ইসলামী রাষ্ট্র হবেনা তা হান্দ্ৰড পার্সেন্ট গ্যারান্টিড। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নামক এক নাফরমান এ পথটা চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে গেছেন।

ক্ষমতায় যাওয়ার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগকে হরতাল ডাকার প্রয়োজন নেই। মানুষের মন জয় করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ প্রধানের হিজাব পরার কিংবা বক্তৃতার প্রারম্ভে বিস্মিল্লাহ যোগ করার কোন দরকার নেই। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে ইন্শাল্লাহ উচ্চারণ করা আর বর্তমান আওয়ামী লীগের বিস্মিল্লাহর মধ্যে তাত্ত্বিক ব্যবধান দিবালোকের মতই স্পষ্ট। ক্ষমতায় যাওয়ার লক্ষ্যে নয়, জনগণের মৌলিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের জন্ম। বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এ দলটাকেই সব চেয়ে বেশী রক্ত দিতে হয়েছে। সৈর-শাসক, মৌলবাদীদের রোষানলে পড়ে আওয়ামী লীগই হয়েছে সব চেয়ে বেশী নিগৃহীত, নির্যাতিত, নিপীড়িত। অনেক বিষয়ে বর্তমান আওয়ামী লীগের সাথে দ্বিমত পোষণ করেও নির্দিষ্টায় সীকার করবো, একমাত্র আওয়ামী লীগই পারবে, বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধের চেতনা বাঁচিয়ে রাখতে, বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে গড়ে তোলতে। অবশ্য এ জন্য আওয়ামী লীগকে প্রচুর অনুশীলন করতে হবে।